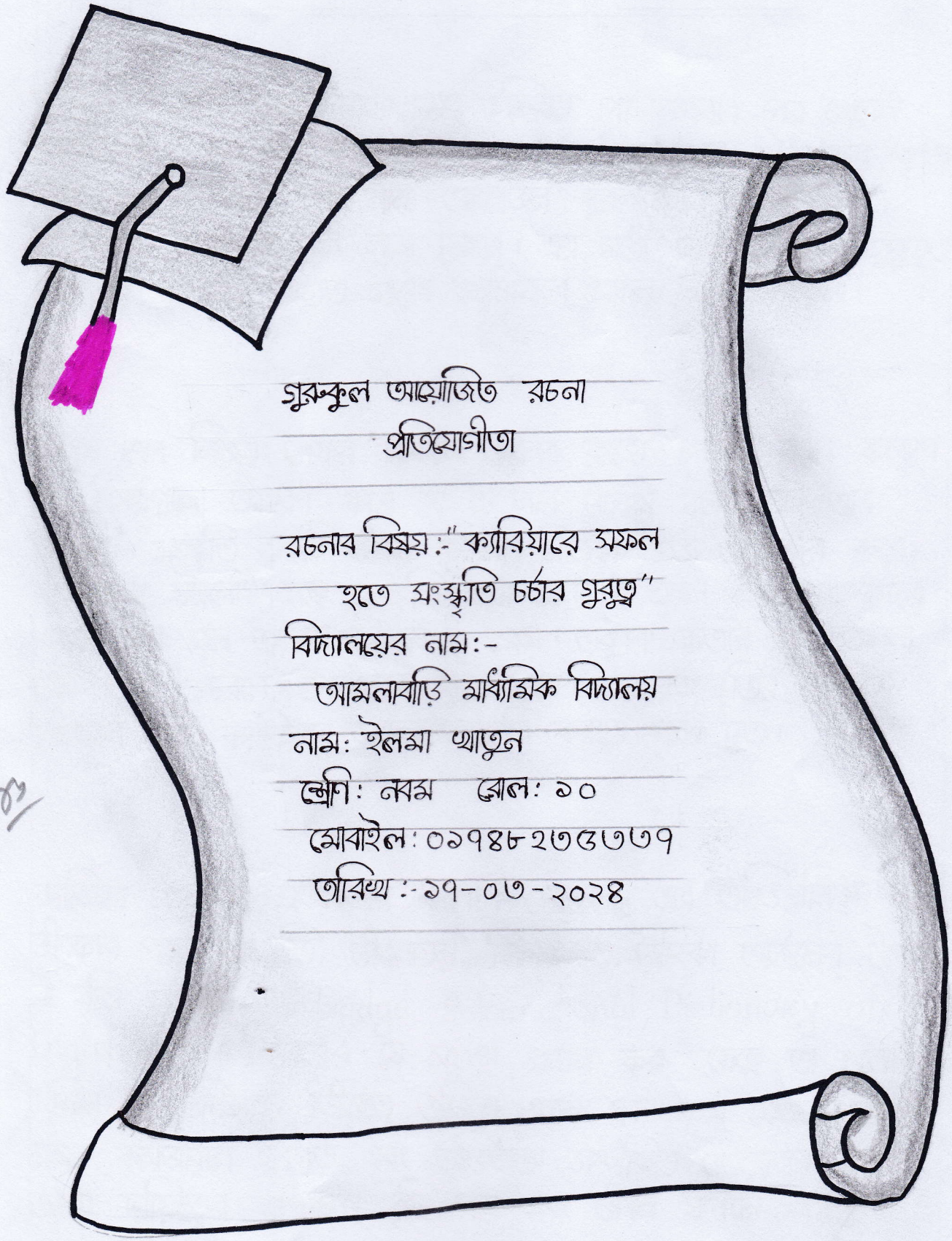

গুরুকুল আয়োজিত রচনা
প্রতিযোগীতা

রচনার বিষয়:- "ক্যারিয়ারে সফল
হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব"

বিদ্যালয়ের নাম:-
আমলাবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

নাম: ইলমা খাতুন

শ্রেণি: নবম রোল: ১০

মোবাইল: ০৯৭৪৮২৩৫৩৩৭

তারিখ :- ১৭-০৩-২০২৪

"ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব"

ভূমিকা:

"যদি ক্যারিয়ারে সফলতা চাও
সংস্কৃতি চর্চাকে সঙ্গী করে
সামনে এগিয়ে যাও।"

সংস্কৃতি সভ্যতার বাহন। সমাজ জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তুলে সংস্কৃতি মানবজীবনের ভিত্তি রচনা করে। আদিম সমাজ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সভ্যতার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, উৎকর্ষসাধনে এবং ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

ক্যারিয়ার কী:

সকল মানুষের অভাব বা প্রয়োজন রয়েছে। এ অভাব বা প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মানুষ কোন একটি কাজকে জীবিকা হিসেবে বেছে নেয়। মানুষ জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে যে কাজ গ্রহণ করে তাকে ক্যারিয়ার বলে। যেমন – ব্যবসায়, চাকরি, চিকিৎসাবিদ্যা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবস্থাপনা এগুলোর মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি যেটিকে তার জীবনে অগ্রগতির সোপান হিসেবে গ্রহণ করবে। সেটিই তার ক্যারিয়ার বিবেচিত হবে। সুতরাং ক্যারিয়ার হলো কোন ব্যক্তির অগ্রগতি পেশা কিংবা কর্মজীবনে তার

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবতায় একজন মানুষ এই সময় ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত ক্যারিয়ার অর্জনের স্বপ্নময় ভুবনে বিচরণ করে। ক্যারিয়ার মানুষ নির্ধারণ করে তার জীবনের প্রয়োজনে জীবিকার স্বার্থে। জীবন ছুটে চলে অন্তহীন গন্তব্যে। যে গন্তব্যে ক্যারিয়ার হয়ে পড়ে বিকল যদি না ক্যারিয়ার এবং জীবনের উদ্দেশ্য একই উৎস থেকে একই লক্ষ্যে গড়ে না উঠে।

সংস্কৃতি চর্চার ধারণা :- সংস্কৃতি আসলে একটা দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। একটি জীবনবোধ বিনিময়ের কলাকৌশল। এটি মানুষের জীবনের একটি মৌলিক প্রকাশ, সমাজ জীবনের স্বচ্ছ দর্পন। এ সংস্কৃতির দর্পনে তাকালে কোন সমাজের মানুষের জীবনাচার, জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। অন্য কথায় সমাজ মানুষের জীবনাচার, দৃষ্টিভঙ্গী আর বোধ-বিবেচনা থেকেই যে সমাজের সংস্কৃতি জন্মলাভ করে। তবে সংস্কৃতি এমন কোন জিনিস নয় যে এটি একবার ছাচে তৈরি হবে, তার কোন পরিবর্তন করা যাবে না। সমাজে সংস্কৃতির ধরণ পরিবর্তন হয়। এই সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে ক্যারিয়ার গঠন করতে হয়।

ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব :- মস্তিষ্কজাত অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত সফলতার সাথে সাথে মানবজাতিকে উপকৃত করাই ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ার শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। যেখানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সংস্কৃতির চর্চা নেই, ক্যারিয়ার সেখানে অনুপস্থিত। তাই সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা পূর্ণ মানব ক্যারিয়ারে সফলতার প্রতিক। কেননা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হচ্ছে আনন্দহীন বিদ্যা। কিন্তু সংস্কৃতি এক আনন্দপূর্ণ বিদ্যা।

অপর পৃষ্ঠা

ক্যারিয়ারে সফলতা আনতে হলে অবশ্যই মনকে সবসময় সতেজ ও আনন্দপূর্ণ রাখতে হবে। যা সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয়। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে যেমন : গান, নাচ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার মেন্টালিটিকে সৌন্দর্য ও প্রেম-ময় করতে পারে। আর এক জন সৌন্দর্য ও প্রেমপূর্ণ মানুষ দ্রুতই ক্যারিয়ারে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম। তাই তো ক্যারিয়ারে সফল হতে সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম।

সংস্কৃতি হতে বিচ্যুত ক্যারিয়ার :- সংস্কৃতি যেমন জীবনকে সুন্দরের পথ দেখায় আর অপসংস্কৃতি মানুষকে অসুন্দরের পথে নিয়ে যায়, অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। অপসংস্কৃতি জাতীয় মূল্যবোধকে গলাটিপে হত্যা করে, বিবেকের দরজায় কড়া লাগায়। অপসংস্কৃতি মানুষকে তার মা, মাটি ও দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এই অপসংস্কৃতির চমক মরীচিকার মত। এর চমক মানুষকে বিবেক বর্জিত পশুতে পরিণত করে।

বর্তমান ক্যারিয়ারের উপর সংস্কৃতির প্রভাব :- সংস্কৃতি থেকে যে যত দূরে যাবে, সে তার ক্যারিয়ারে সফলতা হতে তত দূরে চলে যাবে। বাংলাদেশের প্রায় সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে ঢাকা নটরডেম কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এ সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ক্যারিয়ারে পূর্ণতা পাবার জন্য তৈরি হয়। সংস্কৃতি চর্চা না থাকলে যেসকল শিক্ষার্থীরা জঙ্গিতে পরিণত হয়। ২০১৬ সালে ১৮ জুলাই গুলশান ও শোলাকিয়ায় জঙ্গি হামলা এবং বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের

উপর পৃষ্ঠা

ওপর আক্রমনের প্রতিবাদে র‍্যালি ও সমাবেশ করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। যার স্লোগান ছিল,

"সংস্কৃতি চর্চা না থাকায় শিক্ষার্থীরা জঙ্গি হচ্ছে"

ক্যারিয়ারে সফলতার সংস্কৃতি চর্চার জন্য করণীয় :- অলস মস্তিষ্কটাকে সুস্থ রাখতে হবে ভাল কাজের মাধ্যমে। এ জন্য পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে পাঠাগারে রচনা প্রতিযোগিতা, বইপাঠ প্রতিযোগিতা, সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগীতার আয়োজন করতে হবে। বিশেষ দিবসে কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান, কৌতুক, গল্প লেখা প্রতিযোগিতা দিয়ে উৎসাহ দিতে হবে। এসব আয়োজন করলে নিশ্চয় শিক্ষার্থীরা এসবের মধ্যে ডুবে থাকবে। অপকর্ম করার সুযোগ থাকবে না। সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা ও অপসংস্কৃতি বর্জন করতে হবে। এজন্য শুধু প্রশাসন নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের অভিভাবকদের ও সচেতন হতে হবে। সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এর ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের কালো আবর্জনা দূর হবে।

উপসংহার :- আজকের তরুণ-তরুণীরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের ক্যারিয়ারকে উজ্জ্বল করে দেশ গঠনে তারাই রাখতে পারবে অগ্রণী ভূমিকা। তাই তাদের নৈতিক চরিত্র উন্নতি করার জন্য বাবা, মা, শিক্ষক এবং সংস্কৃতি কর্মীদের প্রধান ভূমিকা রাখতে হবে। যারা নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, সাহিত্যিক তাদের উচিত নাটক, চলচ্চিত্র এবং সাহিত্য নির্মাণের প্রধান উপজীব্য বিষয়গুলো হওয়া উচিত সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও দেশপ্রেম। নারী-পুরুষের অবাধ ভালোবাসাকে প্রধান্য না দিয়ে

আগের পৃষ্ঠা

সমাজের যে নানা রকম অসংগতি গুলো আছে সেগুলোকে প্রধান উপজিব্য বিষয় হিসেবে নেয়া। ক্যারিয়ার গঠনে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা; সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

"সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার আলো,
দূর করুক সকল কালো
সুস্থ সংস্কৃতি তরুণ প্রজন্মের অহংকার।"

(সমাপ্ত)